অয়ং ভয়ং রবীন্দ্রনাথং

ও

অন্যান্য

সাহিত্য, দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক নন-অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ

অয়ং ভয়ং রবীন্দ্রনাথং

ও

অন্যান্য

মওলবি আশরাফ

অয়ং ভয়ং রবীন্দ্রনাথং ও অন্যান্য
মওলবি আশরাফ

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২৩

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
স্বপ্নীল বড়ুয়া

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৭৫-৯-৭

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
অফিস : ৭/বি পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮ ৮৬ ৪৪ ২৮
০১৭৮৯ ৮৫ ৪৬ ০২

বইমেলা পরিবেশক
প্রজন্ম পাবলিকেশন

মুদ্রণ
মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com
বানান সমন্বয় : আল আমিন
বিন্যাস : নাসিম মুমতাজী

মুদ্রিত মূল্য
২৬০৮ মাত্র

ন জ রা না

সে অনেক আগের কথা,
একদা বঙ্গভূমির কওমি অঙ্গনে সাহিত্যচর্চা ‘প্রায় হারাম’ ছিল।
ছাত্রদের হাতে কোনো বই পাওয়া গেলে তাদের কঠিন শাস্তি কিংবা
বহিষ্কারাদেশের মুখোমুখি হতে হতো।
সেই সময় ছোট্ট এক বালকের মনে সাহিত্যচর্চার আগ্রহ জন্মায়। পরিণতি
অনুমেয়—তাকে নানাভাবে হেনস্তা ও উঠতে-বসতে কথার বাণে নাজেহাল করা হয়।
প্রতিকূল এই পৃথিবীতে, ‘তুচ্ছ’ মানবের সৃজনশীলতার মূল্যায়নে,
খোদা সবার বেলাতেই একজন ‘মসিহ’ পাঠান।
একদিকে ঘাত-প্রতিঘাত যেমন ব্যক্তিকে শাণিত করে,
অন্যদিকে সেই ‘মসিহ’ হতাশার
নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আশার পিদিম জ্বালান।
আমাদের এই গল্পে যিনি ‘মসিহ’, সহপাঠীদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন ‘মৃধা
ভাই’ নামে, আর কাগজে-কলমে
তার নাম **যুবায়ের বিন আমিন**।
সেই ছোট্ট বালক, পরিণত হয়ে যিনি ‘মওলবি আশরাফ’ নামে আত্মপ্রকাশ করেছেন,
তার এই সফরের সামান তিনিই গুছিয়ে দিয়েছিলেন।
অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন—এধরনের
ঋণ কখনো শোধ করা সম্ভব নয়। তবু কিছুটা নির্ভার হতে,
এই সামান্য নজরানা।

প্রকাশকের কথা

মওলবি আশরাফের লেখালেখির সঙ্গে পরিচয় ফাতেহ24.কম-এর ওয়েব ম্যাগাজিনগুলো থেকে, যা সম্প্রতি অনেকটাই অনিয়মিত। এই ওয়েব ম্যাগাজিনটির মাধ্যমে অনেক তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত হলেও মওলবি আশরাফের লেখা একটু বেশি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঠিক কী কারণে তা এক কথায় বলা মুশকিল, তবে এই বইটি পাঠ করলে আশা করি পাঠক এর জবাব পেয়ে যাবেন।

বইটি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে লেখক এক কথায় এর যে পরিচয় দিয়েছেন, সেটাই পুঁজি—সাহিত্য দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক নন-অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ। যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের পরিবর্তে নানান সময়ে নানা বিষয়ে লেখা কিছু প্রবন্ধের সংকলন, তাই এক কথায় এর পরিচয়ে এরচেয়ে বেশি কিছু বলা কঠিন। এমনকি লেখক নিজেই যখন এরচেয়ে বেশি কিছু বলেননি বা বলতে পারেননি, সেখানে আমি কোন ছাড়! তবে এটুকু বলি—এখানকার প্রতিটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে স্বতন্ত্র বই হতে পারে এবং সেই সব বই পাঠকের জন্য ক্লান্তিকর হবে না—বিষয়গুলো এতই চিত্তাকর্ষক ও নান্দনিক। আশা করি, কোনো রুচিশীল ও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এই বইটি হতাশ করবে না। পাঠক এর কোনো বিষয় নিয়ে দ্বিমত করতে পারেন, এন্তার বিতর্ক জুড়ে দিতে পারেন, কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

পরিশেষে বলি, বইটি যদি পাঠকের চিন্তায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন আনে, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত যারা এর সাথে ছিলেন, তাদের সবার প্রতি শুকরিয়া এবং বিশেষ করে প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য অগ্রিম শুভকামনা।

প্রকাশনার পক্ষে—
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
০৬/০২/২০২৩

কৈফিয়ত

অদ্ভুত শিরোনামের এই বইটির 'ভূমিকা' লিখতে বসে বড় ধরনের মুসিবতে পড়েছি। যদি বলি, 'নন্দনতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে যথেষ্ট জানাশোনা ছাড়াই বইটি লিখেছি'—একদল মনে করবেন আমি বিনয়ের ভারে নুয়ে পড়া এক প্রবাদপুরুষ, আরেকদল দয়ামায়াহীন স্বরে বলে বসবেন 'যথেষ্ট জানাশোনা ছাড়া আপনাকে লিখতে বলেছে কে!' কিন্তু আসল ঘটনা আপাতচোখে দেখা দুনিয়ার সব ঘটনার মতোই মায়াময়—দার্শনিকের চোখে না দেখলে হাকিকত থাকবে বোধগম্যতার বাইরে!

অল্পবয়স থেকেই টুকটাক লিখি, কিন্তু লেখক হিশেবে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছে ছিল চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে, যে-সময় মানুষ চিন্তাক্ষেত্রে পূর্ণতা পায়, আর নবীগণ পান নবুওয়ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয় তলোস্তয়কে পড়ার পর। করোনা মহামারিতে যখন আর সব লোকের মতো ঘরে বন্দি, আগাছার মতন দিন গুজরান করছি, নিজেকে ভুলে থাকতে তখন প্রমাণ সাইজের বেশ কিছু বই পড়া হয়; এর মধ্যে তলোস্তয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিস*ও ছিল।

মহৎ সাহিত্য সবসময় মানুষের চিন্তাভাবনা বদলে দিতে সাহায্য করে। ওয়ার অ্যান্ড পিসের চরিত্র পিয়ের ও আন্দ্রুর সংলাপ থেকে আমি উপলব্ধি করি—মানুষ চিরকাল ভুল করে এসেছে, আর ভুলের বদৌলতেই ঘটে মানুষের চিন্তায় পরিবর্তন। চল্লিশ বছর হওয়ার পর যদি লেখা শুরু করি, তখনও নিশ্চয় ভুল হবে; তারপর নিজেকে শুধরে শুধরে যে পূর্ণতায় যাব, এখন থেকেই যদি ভুল করতে থাকি—তবে তার অনেক আগেই সেই পর্যায়ে যেতে পারব। এ-বিবেচনায় বইটি লেখা। বলা যায় বইটি আমার পরিবর্তন-বিবর্তনের সাক্ষী, 'ভুল' অতিক্রমের মাইলফলক।

বইটির প্রায় সবগুলো প্রবন্ধই ইতোপূর্বে কোথাও না কোথাও ছাপা হয়েছে, পাঠক ও জ্ঞাণীগুণী শুভানুধ্যায়ীগণ তাদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন, লেখক হিশেবে অবশ্যই এ অনেক বড় প্রাপ্তি। কিন্তু একই সাথে সমালোচনার যথেষ্ট অভাব অনুভব করছি। তারা হয়তো আমাকে সমালোচনার উপযুক্ত মনে করেননি, খামোখা আলোচনায় এনে গুরুত্বহীন বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ করতে চাচ্ছেন না; অথবা প্রবন্ধগুলো এখনো উপযুক্ত সমালোচকের চোখে পড়েনি। এই অবস্থান থেকে নিজেকে ব্যর্থ বললে নিশ্চয় 'অতিশয়োক্তি' হবে না।

বাংলাদেশে সমালোচনাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না, সমালোচিত ব্যক্তিও ভাবেন সমালোচনা তার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ অভিযোগ। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে সমালোচনা খুবই জরুরি বিষয়, সমালোচনা না থাকলে শিল্প কিংবা সাহিত্যের মান উন্নয়নশীল হয় না। আমার কেউ সমালোচনা করলে অবশ্যই খারাপ লাগবে, কিন্তু ইতিবাচক হোক কিংবা নেতিবাচক, দিনশেষে এই সমালোচনা আমাকে শক্তিশালী বৈ অন্যকিছু করবে না।

যেমনটা ইতোপূর্বে বলেছি, আমাদের অস্তিত্বই ভুলের উপর, ভুলের খেসারতেই আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা, কিন্তু আল্লামা ইকবাল বলেন ভুলই আমাদের 'আল্লাহর প্রতিনিধি' হবার যোগ্য করে তুলেছে। তাই ভুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো যেমন জরুরি, যারা ভুল ধরিয়ে দেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও সভ্য মানুষের আলামত।

বইটির বেশিরভাগ প্রবন্ধ রচনার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য, তিনি ফাতেহ২৪ডটকমের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাকিবুল হাসান নাঈম। আমার ভেতরে সবসময় একরকমের হীনম্মন্যতা কাজ করত—আমি কি ঠিকঠাক লিখছি, নাকি সাহিত্য সমালোচনার নামে আবোলতাবোল লিখে যাচ্ছি। রাকিব ভাই তখন সাহস জুগিয়েছেন, তার উৎসাহ আমার কাজকে গতিশীল করেছে। আর আবদুর রহমান আদ-দাখিল ভাইয়ের কথা না বললেই নয়, তিনি বইটি ছাপানোর আগ্রহ না দেখালে হয়তো এত দ্রুত গুছিয়ে দিতাম না। এছাড়াও অনেকে অনেকভাবে কৃতজ্ঞতার দাবি রাখে, কিন্তু সকলপ্রকার কৃতজ্ঞতার মূলে আছেন হামিদুম মাজিদ আল্লাহ তাআলা—তার দয়া ছাড়া কিছুই হতো না।

সাদা চোখে মনে হতে পারে এই বইয়ের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু মানুষের শিল্পত্ব ও সৌন্দর্যবোধ কী আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্যের অংশ নয়? শিল্প মানুষের অনুভূতিতে প্রভাব বিস্তার করে, সাহিত্যের ভাষায় অনুভূতির প্রকাশ সহজ হয়ে যায়। বান্দা যখন ভ্যানগগের 'দ্য স্টারি নাইটে' ঘূর্ণনরত আসমান দেখে, দুনিয়া যে তার জন্য কারাগার, এখানে যে সুখময় বর্তমান নেই—এই অনুভূতি জাগ্রত হয়। শিল্প মানুষের বোধশক্তিকে তীব্র করে, তাকে জগতের সৌন্দর্য ও কদর্য দুটোই দেখায়, এবং ক্ষেত্রবিশেষ বান্দাকে খোদার কাছাকাছি নিয়ে যায়। এ কারণে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকই তাদের শিল্পকর্মকে এবাদত গণ্য করেছেন, সুফিসাধকগণও শিল্পের আশ্রয়ে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। শিল্পের এই রূপ নিয়ে চিন্তা করলে জগৎ আমাদের সামনে আরো সহজ হয়ে যায়, আমরা একই সাথে 'দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ' লাভ করে 'আল্লাহর প্রতিনিধির' দায়িত্ব পালন করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদের সে-পথেই নিয়ে যায়। আমিন।

মওলবি আশরাফ

mawlawiashraf@gmail.com

বারবাকপুর, রাজবাড়ী সদর

৬ নভেম্বর ২০২২

ধা রা ক্র ম

শিল্প-সাহিত্য

শেষের কবিতা ও অয়ং ভয়ং রবীন্দ্রনাথং/১২
শিল্প ও সুফ সুফি সুফিজম/২৩
মির্জা গালিব : শরাব-রঙিন ছত্র/৩৩
এন্টিগনির ইনকিলাব/৩৮
ফ্রানৎস কাফকা ও 'এক সকালে গ্রেগর সামসা'/৪৩
লিয়েফ তলোস্তয় ও তার 'শয়তান'/৪৯
নাথিং নিউ ইন দ্য ওয়েস্ট/৫৮
মওলানা শিবলি নোমানি : জীবন ও নবীপ্রেমের পঙ্‌ক্তি/৬৫

দর্শন

নৈতিকতার নিক্তি/৭৫
সমকামিতা, সভ্যতা ও অভিজিৎ রায়ের 'জোড়াতালি'/৮০
জেন গল্প জেন দর্শন/৮৫
জৈন দর্শন ও অনুমানের প্রামাণ্য/৯৩

খুচরো আলাপ

পলাতক বিপ্লবীর হাসি/৯৮
রামায়ণের শ্রী রাম ও একটি সস্তা পর্যালোচনা/১০১
তুলনার রকমফের/১০৪
অনুবাদে মৌলিকত্ব/১০৬

বিশ্ব-সাহিত্য

শেষের কবিতা ও অয়ং ভয়ং রবীন্দ্রনাথং

মোকদ্দমা

বিবাদী দেবেন্দ্রনাথ পুত্র রবীন্দ্রনাথের নামে বিদেশি সাহিত্য থেকে চুরি ও নকলের দায়ে 'পাঠকের আদালতে' দায়ের করা মামলায় আমরা দুই ধরনের বিচারক পাই : একদল রবীন্দ্রনাথকে 'চোর, কপিবাজ, লেখকই না' ইত্যাদি বিশেষণের বিষমাখা খঞ্জর দিয়ে তীব্র আক্রমণ করে, আর অপর দল কেবল স্বীকার করে নেন রবীন্দ্রনাথ চুরি করেছেন।

তৃতীয় আরেক দল (বিচারক না বলে উকিল বললেই বেশি খাপসই হবে) যারা প্রথম দলের উপর ড্রামাটিক সুরে 'অবজেকশন ইয়োর অনার' বলবে, তাদের সন্ধান এখনতক প্রবন্ধকার পাননি[১], তাই তিনি দীর্ঘদিনের লাল গাউন ফেলে নিজেই কালো গাউন পরে দরবারে হাজির হয়েছেন। ইয়োর অনার, আমার মত ও অমত প্রকাশে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

প্রথমেই স্বীকার নিচ্ছি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত চর্চা ও বাকবিতণ্ডা সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের দৈন্যতাকেই বারবার সামনে এনে হাজির করে। সলিমুল্লাহ খান যখন বলেন রবীন্দ্রনাথকে তিনি আক্রমণ করেন স্রেফ একারণে যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শক্তিশালী কেউ তার নজরে পড়েনি—আমরা দ্বিমত পোষণ করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথকে বলা যায় রাঘব বোয়াল, তার সামনে কোনো পুঁটিমাছই টিকে থাকতে পারেনি, তার দশভূজা শক্তিমত্তা শিল্প-সাহিত্যের জগতকে এমনভাবে আঁকড়ে রেখেছে যে, 'রবীন্দ্রনাথ কে' এই প্রশ্নের উত্তর আমরা এক শব্দে দিতে পারি না। এ-জগতের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিক নেই যেখানে তিনি দাগ রেখে যাননি। আর সব শিল্পীদের শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে প্রথম যৌবনেই ফুরিয়ে যায়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ যত বুড়ো হয়েছেন তাঁর শিল্পত্বের রোশনাই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। জীবদ্দশায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে অভিজাতকূল শ্রীমতী নারীরূপে উপস্থাপন তো করেছিলেনই, মৃত্যুর পরেও রেখে গেছেন বৃহস্পতিতুল্য প্রভাববলয়। এটা আমাদের জন্য বেদনাদায়ক বৈ অন্য কিছু নয়। মৃত্যুর আশি বছর পরেও তার চেয়ে মহান কারুর সময়কে প্রতিনিধিত্ব না করাই প্রমাণ করে আমরা এক জায়গায় আটকে আছি,

---

[১] ডাহা মিথ্যা কথা। প্রবন্ধকার মোটেও তাদের সন্ধান করেননি। কেবল বুদ্ধিজীবীর ভান করতে উকিলের মতো মিথ্যা বলছেন।

থেমে আছে ঘড়ির কাঁটা প্রায় এক শতক ধরে, আমাদের প্রগতিশীলতার পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন রয়নি। একথার সাথে সুর মিলিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও, শেষের কবিতায় তিনি বলেন, 'কবিমাত্রের উচিত পাঁচ-বছর মেয়াদে কবিত্ব করা।... ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে সে মরে গেছে।'[২]

রবীন্দ্রনাথ একই সাথে সব্যসাচী আবার ছিলেন খুব উর্বর ও প্রভাবশালী। অনেক বাদীর ক্ষোভের পেছনে এই কারণটি থাকতে পারে। তারা হরেক পদ্ধতিতে হরহামেশাই চান রবীন্দ্র-বলয় ডিঙাতে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আরো মহান বানাতে এর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি, কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথকে ইনকার করে রবীন্দ্র-বলয় ডিঙানোর জরুরত নেই। তারপরও বাদীপক্ষের অভিযোগ আমরা শুনব, নাহলে কোনো ফয়সালায় পৌঁছা সম্ভব হবে না, ইয়োর অনার।

বলা হয় রবীন্দ্রনাথ একসময় 'দ্বিতীয় চ্যাটার্টন' হবার 'চেষ্টায় প্রবৃত্ত' হয়েছিলেন। রাসেল রায়হান লিখেন, "টমাস চ্যাটার্টন ছিলেন জনৈক ইংরেজ কবি। এই ভদ্রলোক প্রাচীন গ্রিক কবিদের নকল করে কবিতা লিখতেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করলেও তার সময়ে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। চ্যাটার্টনের এই নকল করার ঘটনাটা রবীন্দ্রনাথকে খুব স্পর্শ করে। তিনি তখন মৈথিলী ভাষার কিছু প্রাচীন কবিতা-টবিতা আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন। প্রাচীন কবিদের লেখা পড়তে পড়তে হঠাৎ দু–একটি 'কাব্যরত্ন' চোখে পড়ে, সে আবিষ্কারে তিনি অন্ধকারে মাণিক্য তুলে আনার আনন্দ পান। চ্যাটার্টনের গল্প শুনে হঠাৎ বালক রবীন্দ্রনাথের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। এক বর্ষার দুপুরে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে ওই মৈথিলী কবিতার অনুকরণে লিখে ফেলেন কয়েক লাইন কবিতা। নিজের কৃতিত্বে তখন দারুণ খুশি তিনি। কয়েক দিনের মধ্যেই লেখা হতে থাকল আরো কয়েকটি। এবার লেখকেরও তো একটা নাম দিতে হয়। তাই নিজেই নাম ঠিক করলেন— ভানুসিংহ। পরবর্তীতে এই কবিতার সংকলনই হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।"[৩]

কৈশোরের ব্যাপারস্যাপার সহনীয় চোখে দেখা যায়, কিন্তু নোবেল পদক পাওয়া যেই কাব্যগ্রন্থ নিয়ে বাঙালির গর্ব—গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমা The song offerings-এর বিভিন্ন কবিতা যখন বাইবেলের Songs of Solomon-এর সাথে খুল্লামখোল্লা মিল পাওয়া যায়, আরও মিল পাওয়া যায় বেশ কিছু খ্রিষ্টীয় গানের সাথেও। তখন রবীন্দ্রমোল্লাদের মুখের বাত্তি ডিম হয়ে যায়, বলার মতো কোনো কথাই খুঁজে পান না।

এছাড়াও 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' এবং 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতা দুটির ভাব ও কাঠামো ইংরেজ কবি শেলি ও ওঅর্ড্স্ওঅর্থের কবিতার নকল বলে অনেকে

---

[২] শেষের কবিতা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র/ পৃষ্ঠা ৯-১০

[৩] জীবন থেকে নেওয়া : 'মধ্যযুগের কবি' ভানুসিংহের কবিতা নিয়ে ডক্টরেট থিসিস/ রাসেল রায়হান

অভিমত প্রকাশ করেছেন। এডগার এলান পো ও ন্যাথানিয়েল হর্থনের গল্পের মিল রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পে। এরমধ্যে 'রবিবার' গল্পটি এলান পো'র 'দ্য এথিস্ট' গল্পের হুবহু কপি।

তবে একথা এড়িয়ে যাবার জো নেই—বাদীপক্ষের কারো কারো মামলায় নিশ্চিতরূপে হিংসার হলদে অনল ছিল। নয়তো কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ তার 'মিঠেকড়াতে' এভাবে লিখতে পারতেন না—'রবীন্দ্রনাথ মোটেই লিখতে জানতেন না, স্রেফ টাকার জোরে ওর লেখার আদর হয়। পাঁচকড়ি বাবু একথাও বহুবার স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রায় যাবতীয় সৃষ্টিই নকল। বিদেশ থেকে ঋণ স্বীকার না করে অপহরণ।'[৪]

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম লিখেন, 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব কবিতা লিখেছেন তার অধিকাংশই অন্য কবির কবিতা থেকে চুরি করে লিখেছেন।'[৫]

জবানবন্দি

তো আমি আজকের সভায় বিচারকের সামনে উপস্থাপন করব রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। কারো কাছে উপন্যাসটি যেমন 'নেহাৎ মামুলি একটি গল্প, শব্দবিন্যাসের জোরে জমানা উতরে গেছে' মনে হয়, আবার কারো জবানে 'ক্লাসিক, মনস্তাত্ত্বিক, কালজয়ী, অনন্য শিল্পকর্ম' বিশেষণে আদৃত। বাংলাভাষীদের সাহিত্যচর্চার সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি আখড়ায় যুক্ত হওয়ার সময় ভাইভাবোর্ডে 'শেষের কবিতা' থেকে প্রশ্ন করা হয়, তারা মনে করেন 'এখন পর্যন্ত যিনি শেষের কবিতা পড়েননি, বাংলাসাহিত্যের চৌকাঠে তার পা পড়েনি।' তো আসল কথা হলো—এমন সুপ্রসিদ্ধ একটি উপন্যাসে খোদ রবীন্দ্রনাথই অমিত রায় চরিত্রের মুখ দিয়ে দিয়েছেন তার চুরির জবানবন্দি!

ঘটনা অনেকটা এমন : অমিত রায় খুবই ব্যতিক্রমী এক চরিত্র। 'একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ প'রে। একজন সেকেলেগোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করলেন। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।' সভাপতির আলোচনার পালা এলে অমিত রায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে নানা কথার ফাঁকে একথাও বলেন—'... রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে।'[৬]

একদম সরল স্বীকারোক্তি। তবু সওয়াল ওঠে, একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক চুরি কিংবা নকল করে কেবল স্বীকারোক্তি দিলেই কি বেকসুর খালাস?

---

[৪] সুজিত কুমার সেনগুপ্ত/ জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল

[৫] রবীন্দ্রনাথের চুরি/ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

[৬] শেষের কবিতা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র/ পৃষ্ঠা ৯

এই সওয়ালের জবাব দেওয়ার আগে আমাদের জানতে হবে সাহিত্যে ও শিল্পে চুরি বা নকল অনৈতিক কিনা। বুড়ো সক্রেটিসকে কি যদি আবার আদালতে হাজির করি, তিনি প্লেটোর মুখ দিয়ে বলবেন, 'যথাযথ শাসিত একটি রাষ্ট্রে কবি ও শিল্পীদের প্রবেশকে নিষিদ্ধ করাই সঠিক সিদ্ধান্ত।' কী কারণে কবি ও শিল্পীদের উপর এমন দয়ামায়াহীন রায়, যদি এই প্রশ্ন করি, সক্রেটিস বলবেন, 'উত্তমত্ব এবং মন্দত্বের প্রশ্ন যখন আসে, তখন অনুকৃত-জিনিস অনুকরণকারী সৃষ্টি করে, তার ব্যাপারে তার যেমন কোনো ধারণা থাকে না, তেমন সত্য অভিমতও থাকে না।...

কবি যখন সৃষ্টি করে, তা কি ভালো, না মন্দ, তা না জেনেই কবিতা রচনা করে যেতে থাকে : আর যে অনুকৃতি তিনি সৃষ্টি করেন, তা হয় নাদান আমজনতার রুচিতুষ্টিকারী জিনিস।... কেননা অনুকরণ সবসময় সত্য থেকে দুই কদম দূরে অবস্থিত।'[৭]

এই বক্তব্য যুগ যুগ মানুষদের ভাবিয়েছে, ক্রিটিকেরা আলোচনা-সমালোচনা করেন, অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, কোনো শিল্পীর কাজ নয় আদর্শের জন্য কবিতা লেখা, তবে তারা চাইলে কবিতায় শিল্পে কোনো আদর্শকে উপস্থাপন করতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টির ব্যাপারে তারা স্বাধীন। একজন কবি যখন শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন, একজন চিত্রশিল্পী যখন তার ক্যানভাসে কবিতা বুনন করেন, তখন তারা নির্মাণ করেন আপন গতিপথ, আপন ধর্ম। শিল্পীর শিল্পচেতনা জন্ম নেয় প্রকৃতি কিংবা সামাজিক বাস্তবতা কেন্দ্র করেই, কিন্তু তার জন্য জরুরি নয় শিল্পকর্মে সামাজিক-রীতিনীতির সীমানা রাখা।

শিল্পী কোনো নীতি-নৈতিকতার প্রচারক বা নবী নন। শিল্পী যদি নিরাবরণ শরীরকে পবিত্রতার প্রতীকী বানান, তবে তা-ই সই। কারণ শিল্পী স্রেফ সৌন্দর্যের পূজারী, আর সত্যকেই কেবল সুন্দর হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, মিথ্যাও সুন্দর হতে পারে। মিথ্যাও মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে, আবার তৈরি করতে সত্যকে গ্রহণ করার নতুন যৌক্তিকতা। মিথ্যা না থাকলে সত্য সত্যই-বা হবে কি করে? তাছাড়া নীতিনির্ধারকের ছাঁকনিতে ঢালার আগে যেকোনো জিনিসই সত্য কিংবা মিথ্যা হওয়ার গুণসম্পন্ন থাকে। এখন যদি আইন করা হয় কোনো মিথ্যা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যাবে না, তাহলে গোটা সৃষ্টিশীলতার পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে, যা কিছুতেই উচিৎ নয়। কোনটা উত্তম কোনটা মন্দ, কোনটা গ্রহণীয় কোনটা অগ্রহণযোগ্য— সেটা নাহয় নির্ধারণ করবে রাষ্ট্র বা ধর্ম। কিন্তু শিল্প চিরকাল স্বাধীন। এবং শিল্পের ওপর এই বিধিনিষেধ আরোপ করাও সম্ভব নয়।

একটু আবেগী হয়ে প্লেটো-সক্রেটিসে চলে গেলেও আমাদের মাথার ওপরে কিন্তু এখনও এই প্রশ্ন ঝুলছে—'শিল্পে চুরি বা নকল কি জায়েজ?'

ইতোমধ্যে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, 'কবি বা শিল্পী প্রচলিত নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত হন না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেন নয়া নয়া নীতি।' শিল্পে ও সাহিত্যে চুরি বিষয়ে তাদের নীতি হলো এটি বিনাপ্রশ্নে জায়েজ!

---

[৭] প্লেটোর রিপাবলিক/দশম পুস্তক/অনুবাদ : আমিনুল ইসলাম ভুইয়া/পৃষ্ঠা ৪৭৪

কেন এই নীতি? কারণ এই অমীয় বাণী : 'এন কোল খাদাশ তাখাত হাশামেশ'—একই সূর্যের নীচে নতুন কিছুই ঘটে না।[৮] আরেকটু পষ্ট করে বলি, একই সূর্যের নীচে যদি নতুন কিছু না ঘটে তাহলে শিল্পের জন্ম তো এভাবেই হবে—শিল্পী এখান থেকে একটু নিবে ওখান থেকে একটু নিবে, তারপর সবগুলোর মিশ্রণ ঘটিয়ে সৃষ্টি করবে নতুন কিছু।

Art is a Mutation—শিল্প জিনিসটা হলো রূপান্তর। ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার মতো রূপ বদলে বদলে একে শক্তিশালী হতে হয়। যত বেশি হোস্ট ধরতে পারবে আর শুষে নিতে পারবে শক্তি, ততই সে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। এই জন্যই আহমদ ছফা ব্রাত্য রাইসুকে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেন, 'এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে তালি দেওয়ার ক্ষমতা, এটাই মানুষকে বড় করে।[৯]

সাহিত্যে চুরি বা নকলকে বলা হয় প্রভাব। জর্মন কবি গ্যোটে যেমন বলেন, 'সাহিত্যে তালি মারা একটা আর্ট। একে (স্থূল অর্থে) চুরি বলা ঠিক না। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল এখানে খাটাতে হয়।'

ইংরেজিতে এর জন্য আলাদা টার্ম আছে, Plagiarism—এর অর্থ সাহিত্যে ভাবনা চুরি বা অপহরণ। বাংলায় এর প্রতিশব্দ বানানো হয়েছে : কুম্ভিলকবৃত্তি। (বাদীপক্ষের রসকষহীন যেসব মনোবিজ্ঞানী লেখা চুরিকে মেন্টাল ডিজঅর্ডার অভিহিত করেন, তারা এর নাম দিয়েছেন—স্কাপিসট্রি।)

প্রভাব বিষয়ে বিভিন্ন লেখকদের টুকরো টুকরো অনেক কথা আছে। যেমন অস্কার ওয়াইল্ড বলেন, 'অপরের ধারণা যুক্ত করে চূড়ান্ত সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠা লেখকের অধিকারের মধ্যে পড়ে।'[১০] আমেরিকান নাট্যকার উইলসন মিজনার বলেন, 'একজনের লেখা বা ভাবনা অনুকরণ যদি দূষণীয় হয়, তবে দুজন বা ততোধিক লেখকের ধারণা বা ভাবনার অনুসরণ কী করে গবেষণার স্বীকৃতি পেতে পারে? তাহলে তো আর গবেষকদের ভাতই নেই। গবেষণা মাত্রই চুরি।'[১১]

তবে প্রভাব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাই নোবেলজয়ী সাহিত্যিক মঁসিয়ে অঁদ্রে জিদ থেকে। তিনি তার 'সাহিত্যে প্রভাব' প্রবন্ধে লিখেন, 'এমন কিছু কল্যাণকর প্রভাব আছে, যা সাধারণের চোখে ভালো মনে হয় না। অথচ প্রভাবকে চূড়ান্তভাবে ভালো বা মন্দ কোনোটাই বলা উচিত নয়। কারণ প্রভাবের যাচাই হয় যিনি প্রভাবিত হন তাঁর ভালো-মন্দের আপেক্ষিকতায়।' অঁদ্রে জিদ আরো বলেন, 'প্রভাবকে ভয় করে যাঁরা দূরে সরে থাকেন তাঁরা আত্মার দৈন্যকেই তুলে ধরেন। তাঁদের মাঝে নতুন কিছু খোঁজা বৃথা। কেননা নতুন কিছু অর্জনের প্রয়াস তাঁদের মাঝে নেই।'... 'মহৎ ব্যক্তিরা হৃদয়ের সকল আকুতি দিয়ে প্রভাবকে

---

[৮] אֵין כָּל חָדָשׁ תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ—(Hebrew bible, Old testament, Ecclesiastes, ১:৯)

[৯] সাক্ষাৎকার ১৯৯৬/আশীষ খন্দকার, ব্রাত্য রাইসু ও শাহরীয়ার রাসেল

[১০] লেখালিখিতে ভাবনার চুরি/ শাহনেওয়াজ বিপ্লব

[১১] সাহিত্যে চুরি/ দেবদুলাল মুন্না

স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ মহৎ সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় এঁরা নববধূর মতোই কম্পিত-বক্ষ। হৃদয়ের বিপুল সম্ভারকে এঁরা নিশ্চিতরূপে জানেন'...[১২]

ইয়োর অনার, হয়তো খেয়াল করেছেন যে, শিল্প ও সাহিত্যে চুরির বৈধতা দিতে গিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব আমিও চুরি করে জোড়াতালি লাগিয়ে উপস্থাপন করছি। পাবলো পিকাসো কতই-না চমৎকার বলেছেন, 'ভালো শিল্পীরা নকল করেন আর মহান শিল্পীরা করেন চুরি![১৩]

ফয়সালা

রবীন্দ্রনাথ বিদেশি সাহিত্য থেকে যে চুরি করেছিলেন এতে তো কোনো সন্দেহ নাই, তবে আমি মনে করি তার মনোজগৎ সবচেয়ে বেশি ঋদ্ধ হয়েছিল ফারসি সাহিত্য থেকে। গীতাঞ্জলিকে যারা বলেন বাইবেলপ্রভাবিত, আদতে তারা ফারসি সাহিত্যের খবর রাখেন না। আমি তো বরং গীতাঞ্জলির ছত্রে ছত্রে ফারসি সাহিত্য আর পারসিক সুফিবাদ খুঁজে পাই। ইয়োর অনার, গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার প্রথম কবিতায় যখন পড়ি:

আমারে তুমি অশেষ করেছ।
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদী-তীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব॥

গুরুদেবের মানবাত্মার সাথে বাঁশির উপমা আমাকে মনে করিয়ে দেয় মওলানা জালালুদ্দিন রুমির মসনবির প্রথম দ্বিপদী :

শুনো বাঁশরির আর্তস্বরে তার গল্পগাথা—
প্রিয়তমের বিরহে তার যত যাতনা
'বাঁশঝাড় থেকে যবে হয়েছি আলাদা
আমাতে নর-নারী বলে তাদের বেদনা'[১৪]

রুমিও সেখানে আত্মাকে বাঁশঝাড় থেকে বিচ্ছিন্ন বাঁশির সাথে তুলনা করেছিলেন। অসম্ভব নয় রবীন্দ্রনাথ মওলানা রুমি থেকে 'ভাবচুরি' করেছিলেন। খোদ রবীন্দ্রনাথ যখন পারস্য সফরে যান, তখন জনৈক পারস্যবাসীর উদ্দেশে বলেন, '...আপনাদের পূর্বতন সুফীসাধক

---

[১২] সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক তিনটি ফরাসি প্রবন্ধ/মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ অনূদিত/পৃষ্ঠা ৫৫-৫৮

[১৩] 'Good artists copy, Great artists steal'

[১৪] بشنو از نے چوں حکایت می کند-وز جدائیہا شکایت می کند

کز نیستاں تا مرا ببریدہ اند-از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند